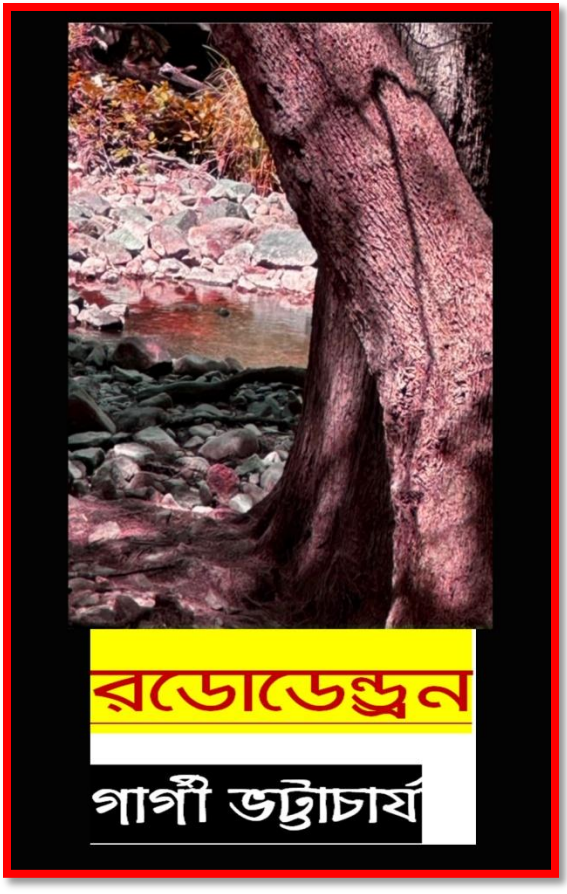
রডোডেন্ড্রন
গার্গী ভট্টাচার্য

Rhododendron

GARGI BHATTACHARYA

###

COPYRIGHTED MATERIAL

রডোডেন্ড্রন

***

গার্গী ভট্টাচার্য

Images; Internet, credit goes to them .

ভৈরবী মহাবিদ্যা

মহালক্ষ্মী

গরুড় পক্ষী

আমার গর্ভধারিণী মাতাজী যদিও আমার সাথে সদ্ব ব্যবহার করেনি , আমার কাজিনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে ,আমাকে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করেছে তবুও যেহেতু আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে অনেক তাই উনি আপাতত: জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পতিত হলেও পরে গণেশ লোকে গিয়ে গণেশ এর এক অবতারে উন্নীত হবেন ও তারও পরে বলভদ্র দেব/বলরাম ঠাকুর এ উন্নীত হবেন ও পরে শিবঠাকুর হয়ে ওনার মোক্ষ লাভ হয়ে যাবে। ওনার মোট ৩০ জন্ম লাগবে এতে । এটা লেখার কারণ হল কীভাবে আত্মাগুলোর সার্বিক উন্নতি হয়ে যায় যদি কেউ মোক্ষ পেয়ে যায় তাহলে । সব ধর্ম যখন তৈরি হয় তার একটা বিশেষ গুরুত্ব ও কারণ থাকে । কোনো ধর্মই ছোট নয় । আমি মহাপুরুষদের প্রচারিত ধর্মের কথা বলছি । তবুও হিন্দু ধর্ম অতি

প্রাচীন ও সর্বমঙ্গলের জন্য এক ধর্ম যা যে কেউ ফলো করতে পারে । কনভেনশান হল হিন্দুর সন্তান হয় হিন্দু কিন্তু ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি আ হিন্দু টু ফলো হিন্দুইজম্ ।

আর কাউকে এইজন্যে হিন্দু বানানো চলেনা কারণ এটা সেই অর্থে কোনো ধর্ম নয় । এটা জীবনের দর্শন ও মার্গ বলা চলে ।

মহাজগতের পথ ও অমৃত কথার স্ফুরণ ঘটেছে এখানে । যেমন ব্রাহ্মণ যে কেউ হতে পারেন । যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে । দলিতও ব্রাহ্মণ হতে সক্ষম । নারীরাও ব্রাহ্মণ/ব্রাহ্মণী হতে পারেন যদি ব্রহ্ম জ্ঞান পেয়ে থাকেন ।

এখানে কসমসকে চমৎকার উপায়ে বর্ণনা করা আছে । সুক্ষ্মভাবে ভাগ করা ও পুজো অর্চনা করে সিদ্ধিলাভ ও ভগবানের আশীর্বাদ লাভের পন্থার কথা বলা রয়েছে । হিন্দু ধর্ম এমন ধর্ম যেখানে নাস্তিককেও স্বীকার করা হয় ধার্মিক

বলে যদি তিনি সৎ ও শুদ্ধ হন। এখানে নানান স্কুল অফ্ থট্ রয়েছে যার মধ্যে শঙ্করাচার্য , মাধবাচার্য , সাংখ্য এইসবের সাথে সাথে ভক্তি ও তন্ত্র ইত্যাদি দিয়েও ভগবৎ লাভের পথ দেখানো রয়েছে অর্থাৎ যত মত তত পথ।

হিন্দু ধর্ম বহু ধর্মের জন্ম দিয়েছে। বৌদ্ধ্য , জৈন , শিখ, ব্রাহ্ম , বৈষ্ণব। এদের মূল স্রষ্টারা আদতে হিন্দু ধর্ম থেকে বার হন।

ধুম্রবর্ণ গণেশজী এবার শ্রীকৃষ্ণ হয়ে যাবেন। ওনার উত্তরণ হবে এই পদে। আর শ্রীকৃষ্ণ পদাভিষিক্ত ঋষি অরবিন্দ চলে যাবেন জনলোকে , মেন্টাল প্লেনে। সেখানে ওনার উত্তরণ হয়ে যাবে।

জেফ বেজোজ এর ভাই যে ওর সৎ ভাই ও তার বাবা ও মায়ের নিজেদের বায়োলজিক্যাল সন্তান তাকে জেফ কোনো অর্থ দেয়না। অথচ ঐ বাবা/মায়েরাই নিজেদের জমানো অর্থ

দিয়ে জেফকে ব্যবসা দাঁড় করাতে সাহায্য করেছে। তাই ওর ভাই ক্ষেপে গেছে। এবার শত্রু তাকেই কাজে লাগিয়ে জেফকে তুলোধোনা করছে। এক মাতৃকা, ভ্রামরী দেবী এখন এর নিধনের দ্বায়িত্বে আছেন। আগের প্ল্যান বদলে গেছে কারণ এই ব্যাক্তি বাসা থেকে বার হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ওর বডি ডবল বার হচ্ছে। কিন্তু ভ্রামরী দেবীর রোষে ও যেখানেই থাকুক না কেন সেই বেহুলা লখিন্দরের ঘরের মতন কালনাগিনীর ছোবল থেকে বাঁচার উপায় নেই তার। একটি ক্ষুদ্র মাকড়সাও ওকে কেটে ফেলতে সক্ষম এমনও হওয়া সম্ভব দৈব কারণে। কার্তিক ঠাকুরের সহকারি পরাবনীর রশ্মি এসে পড়বে ও জেফের সর্বনাশ হলেও দেবী ভ্রামরী তাকে নিয়ে চলে যাবেন এবার অস্ত্র দিয়ে খতম করে যা অন্যরকম এক অস্ত্র। কুতপার বর মরে গেলে ও তার কনিষ্ঠা কন্যাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়না কারণ সে এক মুসলিমকে বিয়ে করে চলে যায়। এই কুতপা

ব্রাহ্মণ নন্দিনী না ? বিরাট ইগো তার। আদতে এক রটেন ডাইনি। বড় মেয়েকে ইঞ্জিনীয়ার করেছে ঘুষ দিয়ে মুসলিম কলেজে পড়িয়ে। আর ছোট মেয়ে অনেক বেশি মেধাবী ছিলো। আই-আই-টি তে স্ট্যান্ড করার মতন মেয়ে ছিলো কিন্তু সে তাকে আই-টি-আই পড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছে। সে এখন ওয়েল্ডার।

কারণ সে প্রি-ম্যাচিওর্ড বেবী বলে গায়ের চামড়া কুঞ্চিত ছিলো জন্মের সময়। তাই কুতপা যে নিজেই কুশ্রী বলে তার বিবাহ হয় প্রায় ৪০ বছরে ও বয়স লুকিয়ে বিয়ে করে তাই বরের থেকে বড় হয়ে যায় সে নিজ ছোট মেয়েকে পছন্দ করতো না। মেয়েটি খুবই মেধাবী আর এক যক্ষী। সে আম্মার পতিদেবের টুইন ফ্লেম। মামা ও ভাগ্নী। ভালো ও সরল মেয়ে। তাকেও ডাইনি বুড়ি বানানোর চেষ্টায় ছিলো কিন্তু সে না করে দেয়। বলে যে আম্মার ওসব শেখার দরকার নেই। কুতপা বলে যে

নিজের রক্ষাকবচ হিসেবে শিখে রাখো কিন্তু মেয়েটি সাফ না করে দেয় ও বলে যে বাবা/কাকা/পিসিরা তো এগুলি করেনা ! তাহেল আমি কেন করবো ? আর তোমরা দিদিকে এত গুরুত্ব দিয়েছো । আমাকে ভালো শিক্ষাও দাওনি । আজ হঠাৎ আমার রক্ষাকবচের কি এমন দরকার পড়লো তোমার ?

এটাই প্রমাণ করে যে দৈত্যকূলে প্রহ্লাদ হয় এই কলিযুগেও । নাহলে তার দিদিকে তো কুতপা আরেক অ্যাপ্রেনটিস্ ডাইনি বানিয়েই ফেলেছে প্রায় । আমার পতির সাথে তার ভাগ্নীর টুইন ফ্লেম জার্নি এখনও শুরু হয়নি কিন্তু যেসময় হবে তখন তারা পিতা ও পুত্রী অথবা মামা ও ভাগ্নী এই সম্পর্কে রইবে । কারণ সব টুইন ফ্লেম রোমান্টিক সম্পর্ক হয়না । আত্মাকে যখন বিভাজিত করা হয় তখন সেই চেতনাগণ স্থির করে তারা কি জাতীয় সম্পর্ক নিয়ে রইবে এই মহাজগতে ।

যেমন কেউ ভগবানকে সন্তান হিসেবে চায় , বালগোপাল পুজো করে । কেউ স্বামী রূপে , কৃষ্ণকে পুজো করে আবার কেউ মাতৃরূপে , কালীকে পুজো করে এইরকম আরকি ।

রবীন্দ্রনাথের এক ভক্ত যে বোলপুরের কাছে কোনো গ্রামের মেয়ে তার নাম মনস্বিতা চাকলাদার সে তন্ত্র করে ও কলকাতায় বেলতলা হাইস্কুলের নিকটে একটি ট্যারো কার্ডের চেম্বার চালায় আর খুব নাম করেছে সে আমাকে ডেমন পাঠায় । আমাকে অ্যাটাক করছে যে আমি যে মনে করি আমার সব লেখা আমি প্লেজিয়ারাইজ করেছি অথবা আমি কি সত্যি এত পাওয়ারফুল এক দেবী বা সন্ত এইসব । সে যাইহোক্ এর কাছে মানুষ এসে ফল পায় । এর আমার ওপরে রাগ কারণ আমি কবিগুরুর শয়তানি বার করে দিয়েছি । তাই আমি সত্যজিতের নাতনি বলে কি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি নাকি এই মনোভাব

নিয়ে কাজ করছিলো। সত্যজিৎ রায় একজন পাওয়ারফুল গড, লর্ড বলরাম। আর রবীন্দ্রনাথ একটি স্পিরিচুয়ালি ব্যাঙ্করাপ্ট লোক।

মেয়েটি কাজ করে টাকা নেয় এতই আত্মবিশ্বাস। সেলেবস্‌রাও আসে ওর কাছে কাজ করাতে। সহজেই কাজ হয়ে যায়। ওর জন্মকুন্ডলীতে ম্যালেফিক্ কেতুগ্রহ রয়েছে যা ওকে দিয়ে এইসব করাচ্ছে। মাত্র ২৫ বছর বয়সে ওর। শ্যামলা। কোঁকড়া কেশ। পাতলা গড়ণ ও মিষ্টি মুখটা। চশমা পরা।

অনেক টাকা করেছে ও এই বয়সে কিন্তু পাপের বোঝাও হয়ে গিয়েছে। ওর দাদু ছিলেন ছোটখাটো গ্রামীণ এক তন্ত্র সাধক। তাই এই মেয়েটি বই পড়ে তন্ত্র শেখে। পরে গ্রামের নানান সমস্যা মেটায় ক্রিয়াকর্ম করে। পরে ভাবে যে কলকাতায় গিয়েই দেখা যাক্ একবার লাক্ ট্রাই করে। ওর হাত খুব ভালো

। সবাই এইসব কাজ ভালো পারেনা। কিন্তু ওর নাম হলেও এত ভয়াল শক্তি জাগানোর জন্য এত কমবয়সে ওকে মেরে ফেলবে সেই শয়তান । ওকে দিয়ে মমতা ব্যানার্জীকেও মারানোর ছক্ কষে দুই রাজনৈতিক নেতা।

তাই এত অল্প বয়সে ওর অনেক কুকর্ম জমা হয়ে গিয়েছে তাই এখন ঈশ্বর ওকে নিয়ে চলে যাবেন ও নতুন ভাবে বাঁচার সুযোগ দেবেন নাহলে নিষ্ঠুর সমাজ ওকে আরো নিচে নামিয়ে দেবে । ও একটা সময় অত্যন্ত কষ্ট করে নিজের পিরিয়ডের রক্ত নিয়ে ক্রিয়াকর্ম করতো আর আজ ও সেগুলি জমানোর জন্য বিদেশী বস্তু -মেন্সট্রুরাল কাপ -ক্রয় করতে সক্ষম এতই ধনসম্পদ ও জমা করে ফেলেছে। তবুও পাপের ঘড়াও ভরে গিয়েছে তাই যদিও ভগবান ওকে বাঁচিয়েও রাখেন ও মুক্তি দেন এই কর্ম করা থেকে তবুও ওর দেহে মোট

৫টি কর্কট ব্যাম্রো দেখা দেবে। যেমন এগুলি হল-

কিডনি,থায়রয়েড,হজকিন্স ডিজিস্ ,বোন ম্যারো ও ব্রেন ক্যান্সার। তাই ওকে নিয়ে চলে যাবেন ভগবান কারণ আর কষ্ট ওকে আর দেবেন না । ওর মাতাজী অবশ্যই নিষেধ করেন ওকে এইসব করতে কিন্তু ও বারণ শোনেনি। ও নরপিশাচ জাগাতো তবে নিষিদ্ধ শক্তি জাগায়নি কুতপা/ বিজেপী নেতাদের মতন।

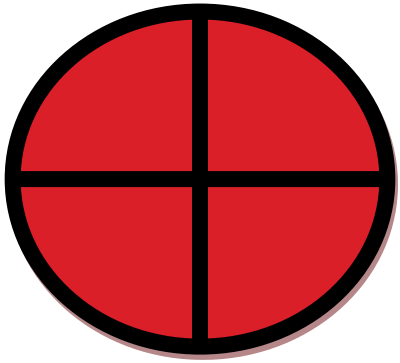

দেবতারাই হন গুরু আবার গুরুরাই দেহত্যাগের পরে হয়ে যান কোনো না কোনো দেবতা। বেশিরভাগ সময় এমনই হয়।

কাজেই দুই সত্ত্বার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই।

যারা ক্রমাগত আমাকে ও সোলেইমানি ও আমার সন্তানকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করে চলেছে তাদের পিতৃলোক এর থেকে সব পিতৃপুরুষদের ২০০/৩০০ জন্ম এই জগতে বিকলাঙ্গ দেহ নিয়ে জন্মাতে হবে। আমার গুরু ও আরাধ্য দেবতা অরুণাচল এতই শক্তিশালী। কুতপা ও তার বাপের পিতৃলোক পুরো ধবংস হয়ে যাবে এবার। কারণ কুতপা এখন শুধরে না গিয়ে মাকালীর কাছে গিয়ে আমার বিচার চাইছে। নিজে শয়তানি শুরু করেছে সবার সাথে এমনকি সরকারের বিরুদ্ধে ও অ্যামাজনে আমার বই রয়েছে বলে ওদেরকেও ডার্ক ম্যাজিক করেছে সে যখন

সাজা পাচ্ছে শনিদেবের তখন অন্যান্য দেবদেবীর কাছে গিয়ে শাস্তির বিরুদ্ধে নালিশ করছে এমনই বদমাইশ এই ডাইনি । একে এবারে এক্সপোজ করে দেওয়া হবে ও অত্যন্ত কঠোর শাস্তি পাবে লোক সমক্ষে এই মহিলা ।

কুবের দেব ওকে শাস্তি দিয়েছেন কিছুটা কারণ উনিও ভূত প্রেত পিশাচের দেবতা অনেকটা শিবের মত । এবার রুদ্র অবতার ওর হাত ও পা অর্ধেক কেটে নেবেন , স্তন, জিহ্বা, ভালভা এসব কেটে ওকে অত্যন্ত কঠোর ভাবে শাস্তি দেবেন যাতে ও মহর্ষি ও তাঁর ভক্তদের সাথে এইসব কালা জাদু করে করে শয়তানি করা বন্ধ করে । কথায় বলে , পোদে নাই চাম , হরে কৃষ্ণ নাম । এও অনেকটা সেইরকম । কানাকড়ি যোগ্যতা নেই অথচ পেট ভর্তি অহং এবার সাবাড় করে দেবে মহাজগৎ । বরকে দাহ করে এসেই আবার তুকতাকে মাতে । নিজেকে না শুধরে নিয়ে । বড় মেয়ে চোখের

জ্যোতি হারিয়েছে চিরতরে তবুও ভগবানের সাথে পাঙ্গা লড়তে চায় ।

মোক্ষপ্রাপ্ত সন্তরা তো নো মাইন্ড স্টেটে চলে যান । তাঁদের কোনো আকাঙ্খা থাকেনা আর তাই ম্যানিফেস্ট করার উপায় থাকেনা । তবুও তাঁরা জন্ম নেন কী করে ?

শিষ্য থাকলে আসতেই হবে । তাই তাঁরা তাঁদের কোনো কোনো শিষ্যের কর্ম নিয়ে নেন ও একটি দেহ ধারণ করে চলে আসেন উদ্ধার করতে এই জগতে অথবা উচ্চকোটির লোকগুনোতে । যেমন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি ওপরের লোকে এখন কাজ করে চলেছেন ।

এইভাবে শিষ্যদের কর্ম কমতে থাকে ও পুল এনার্জি দিয়ে অনেককে টেনে নিয়ে যান সুপ্রিম বিং এর পানে ও বহু জীবাত্মা ব্রহ্মে লীণ হয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে যায় । সো-ওহম্ । সো -ওহম্ ।

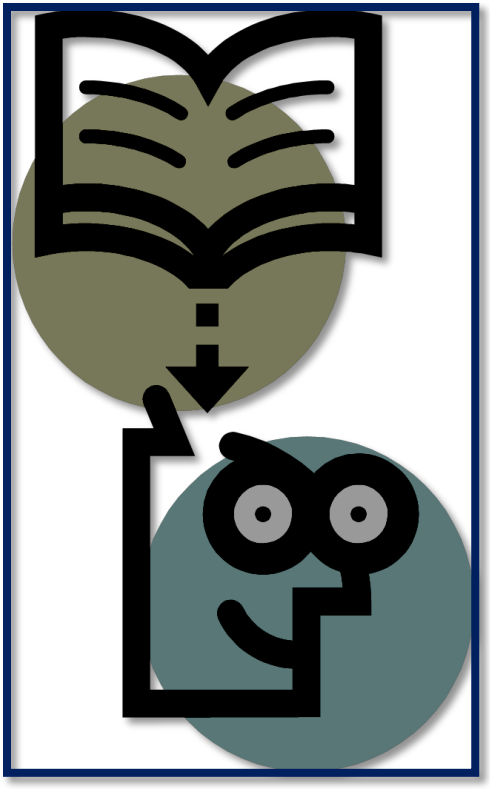

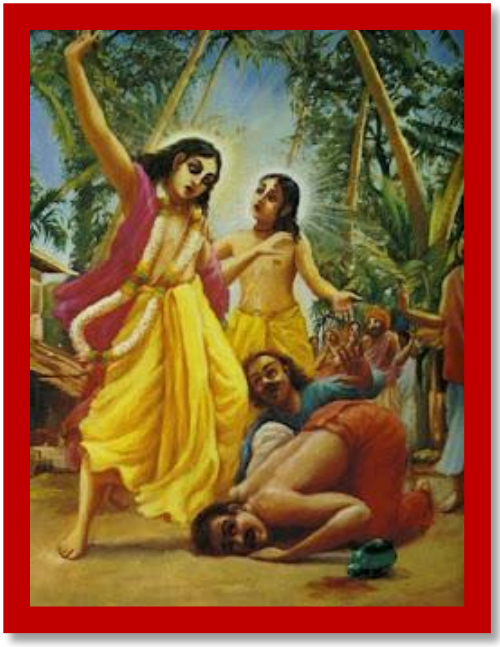

Jagai Madhai Sadhu

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র

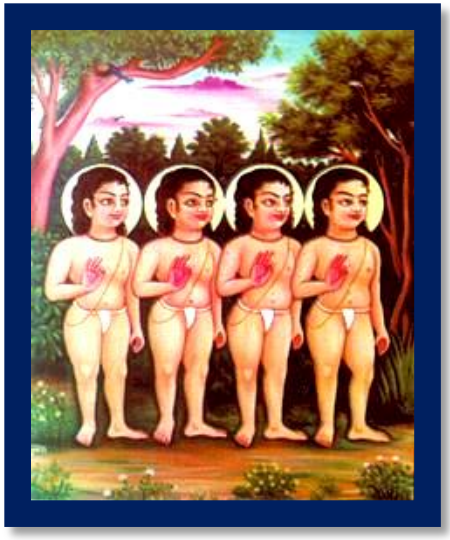

কুমার (সনৎ ইত্যাদি মহোদয়রা)

নারদ মুণি

ভগবান বিষ্ণু

সমাপ্ত